গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

পরিদর্শন প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক।

পরিদর্শনের তারিখ : ২২/০৪/২০১৮ খ্রি:।

১। **প্রকল্পের নাম** : "ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প।

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

৪। **প্রকল্প এলাকা** : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর।

৫। **পরিদর্শিত উপজেলা, জেলা** : খুলনা।

৬। **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত :**

পরিদর্শিত এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৭৪০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৯৫৬৮.০০ লক্ষ এবং বৈ:মু: ১২১৭২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত। গত ১১/০৭/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন:**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ১৬৫.০০ লক্ষ এবং মূলধন: ৩৪৩৫.০০ রক্ষ টাকা)। ছাড়কৃত অর্থ ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের শুরু থেকে মে, ২০১৮ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পমিাণ ৩৫৯৯.১০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৫.০০%।

৮। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য** :

- এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যে হল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর এর জন্য কিছু নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং রোগীর সেবাকার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা;
- দেশের উল্লেখিত জেলাসমূহের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম খরচে সর্বশেষ এবং উন্নত পারমাণবিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
- ঢাকার বাইরে অবস্থিত পারমাণবিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহের রোগ নির্ণয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং রোগীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করা;
- পারমাণবিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্বারা দেশের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা; এবং
- সংশ্লিষ্ট ইনমাসসমূহের চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ প্রসারিত করা।

৯.০। (ক) **ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা :**

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (অনু: ১৬.১ দ্রষ্টব্য) :

প্যাকেজ (১,২,৩...)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত) :** প্রকল্পের শুরু থেকে জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

১১.০। **ভূমি অধিগ্রহণ,** Resettlement, Utility **সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে):** প্রযোজ্য নয় প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত মেডিকেল কলেজে ইনমাস এর নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণ করা হবে)।

১২.০। **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য :** এ মুহূর্তে প্রযোজ্য নয়।

১৩.০। **স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত :** শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩টি পিএসসি ও ৪টি পিআইসি সভা হয়েছে।

১৪.০। **Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে) :** প্রযোজ্য নয়

১৫.০। **পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ :** পূর্বে প্রকল্পটি আইএমইডি'র কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়নি।

১৬.০। **সার্বিক পর্যবেক্ষণ :**

১৬.১ খুলনা মেডিকেল চত্বরে অবস্থিত ইনমাস প্রকল্পটি গত ২২/০৪/২০১৮ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ইনমাস খুলনা এর পরিচালক ডাক্তার অশোক কুমার পাল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডাক্তার, টেকনিক্যাল স্টাফরা (চিত্র নং-৩ দ্রষ্টব্য) উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য তিন তলা ভবনের জমি বর্তমান ইনমাস ভবন সংলগ্ন জমিতে কিছু নারিকেল ও আম গাছ (চিত্র নং-১ দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। ভবনের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। আগামী ২৮/০৬/২০১৮ তারিখে টেন্ডার খোলা হবে এবং আগস্টের ১৫ তারিখের মধ্যে টেন্ডার সংশ্লিষ্ট সকল কাজ শেষে ভবন নির্মাণ শুরু হবে;

১৬.২ পরিদর্শন সময়ে বর্তমান ভবনের বিভিন্ন রিনোভেশন কাল চলমান (চিত্র নং-২ দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। উক্ত কাজের মধ্যে সিভিল ৭০%, পেইন্ট ও টাইলসের কাজ যথাক্রমে ৬০% ও ৮০%। জানালার এ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং ৯০% এবং বৈদ্যুতিক কাজ প্রায় ৫০% শেষ হয়েছে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি চালু আছে এবং আগত রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান ভবনের বিভিন্ন কক্ষে রোগীদের ভিড় (চিত্র নং-৪ দ্রষ্টব্য) পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি এবং নতুন ভবন নির্মাণ হলে বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য আগত রোগীরা উত্তম সেবা পাবে বলে প্রতীয়মান।

১৭। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

চিত্র নং-১: ইনমাস, খুলনা নির্মিতব্য ভবনের নির্ধারিত স্থান।

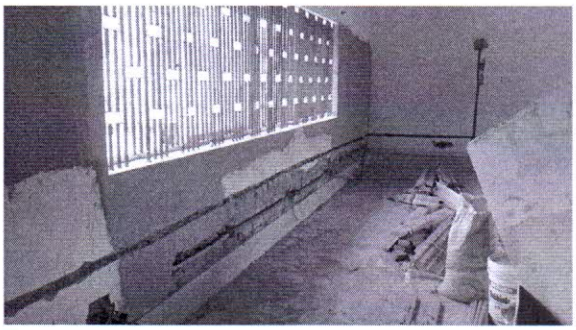

চিত্র নং-২: ইনমাস, খুলনা বর্তমান ভবনে চলমান সংস্কার কাজ।

চিত্র নং-৩: ইনমাস, খুলনায় কর্মরত পরিচালক, টেকনিসিয়ান ও অন্যান্যদের সাথে আইএমইডি কর্মকর্তা ।

চিত্র নং-৪: ইনমাস, খুলনা বর্তমান ভবনে চিকিৎসা সেবার জন্য প্রতিদিন আগত অপেক্ষমান রোগীদের একাংশ।

১৮.০। **সার্বিক মতামত/সুপারিশ :**

১৮.১ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ সমাপ্ত করতে হবে;

১৮.২ প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ ইনভেনট্রি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন;

১৮.৩ খুলনা ইনমাসে নির্মিতব্য ভবন স্থানে প্রকল্পের সাইনবোর্ড (ভবনের নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যসহ) স্থাপন করতে হবে;

১৮.৪ ইনমাসে আগত রোগীদের সেবা প্রদানে 'ডিজিটাল নিবন্ধন' পদ্ধতি চালুপূর্বক রোগীদের চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হলো;

১৮.৫ বিভিন্ন ইনমাস কেন্দ্রে রিনোভেশন কাজসমূহ সঠিক ও মানসম্মতভাবে করা হচ্ছে কিনা তা একটি কমিটির মাধ্যমে খতিয়ে দেখা যেতে পারে; এবং

১৮.৬ প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপনসহ পরিবেশ সুন্দর রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

১৯.০। উপরোক্ত মতামত/সুপারিশ (অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৬) অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করবে।

২৮/০৬/১৬

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার